গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ২৩ সংখ্যা | ১৭ - ২৩ জানুয়ারি ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিষাক্ত স্যালাইনে প্রসূতি মৃত্যু
ভয়াবহ দুর্নীতির পরিণাম

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিষাক্ত স্যালাইন ব্যবহারের ফলে পাঁচজন প্রসূতির গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন, একজনের মৃত্যু ঘটে। এর প্রতিবাদে এস ইউ সি আই (সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১০ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন, এই ঘটনা রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চূড়ান্ত গাফিলতি, অপদার্থতা ও দুর্নীতির চিত্রকে আবার সামনে এনে দিল। অভিযোগ উঠেছে যে, বিতর্কিত এবং অন্য এক রাজ্য সরকারের কালো তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্যালাইন ব্যবহার করা হয়েছে এবং হাসপাতালে এখনও তা মজুত আছে।

পরে গুরুতর অসুস্থ প্রসূতিদের মেদিনীপুর থেকে কলকাতার এসএসকেএম-এ ভর্তি করতে আনা হলে ১৩ জানুয়ারি কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, এই ঘটনা প্রমাণ করল, স্বাস্থ্য সচিব থেকে শুরু করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যা যা বলেছিলেন, তা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি দাবি করেন, নিষিদ্ধ সংস্থার ওষুধ কেনা ও ব্যবহার করার জন্য কারা দায়ী, তা স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতে হবে। বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওই কোম্পানির ওষুধ বাতিল করতে হবে এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সহ স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত তদন্ত সাপেক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, আর জি কর মেডিকেল কলেজে অভয়ার নৃশংস খুন-ধর্ষণের ঘটনায় স্বাস্থ্যক্ষেত্রে যে ব্যাপক দুর্নীতির চিত্র সামনে এসেছে, তার বিরুদ্ধেও মানুষ প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিল। মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের এই ঘটনা প্রমাণ করল সরকার দুর্নীতি প্রতিরোধে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। জনগণের জীবনরক্ষায় সরকারের এই চরম অবহেলার মনোভাবের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি।

ন্যায়বিচার ও ন্যায্য দাবি আদায় করতে
২১ জানুয়ারি মহামিছিলে ঢল নামবে জনতার

অভয়ার ন্যায়বিচার চেয়ে মানুষ বার বার বলেছে 'রাজপথ ছাড়ি নাই'। গত ৯ জানুয়ারি ডাক্তার-নার্স-স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠনগুলির আহ্বানে শ্যামবাজার মোড়ে তাঁদের প্রতিবাদী অবস্থান মঞ্চে রাত্রিযাপনেও ব্যাপক অংশগ্রহণ দেখিয়েছে— মানুষ এখনও রাস্তাতেই রয়েছেন। ২১ জানুয়ারি হেদুয়া থেকে এসপ্ল্যানেড মহামিছিলের প্রথম দাবি যখন অভয়ার ন্যায়বিচার— তাতে পা মেলানোর কথা ঘোষণা করছেন আন্দোলনে অংশ নেওয়া মানুষ। এমনকি যাঁরা কোনওদিন রাজনৈতিক মিছিলে হাঁটেননি, তাঁরাও এবার হাঁটবেন, কেউ বা মিছিলে সংহতি জানাতে পাশে এসে দাঁড়াবেন। আর জি কর আন্দোলন তাঁদের শিখিয়েছে মিছিল রাস্তা আটকায় না, বরং অনেক রাস্তা খোলার ব্যবস্থা করে দেয়। তাই মিছিলের ডাকে তাঁরা সাড়া না দিয়ে পারছেন না।

কিন্তু ভোটের সময়ে রাজপথ কাঁপানো নেতা-নেত্রীরা আজ কোথায়? যতদিন এই ন্যায়বিচারের দাবিতে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ঢল নামছিল রাজপথে, তাঁরা ছিলেন নিজেদের অস্তিত্ব ভাসিয়ে রাখার ফিকির খোঁজার ব্যস্ততায়। কেউ নবান্ন অভিযান করে পুলিশের সাথে একটু ধাক্কাধাক্কি বাধিয়েই পরের দিন বনধ ডেকে দিয়ে জনগণের ক্ষোভকে ভোটের দিকে নিয়ে যেতে চাইল। আবার আর এক দলের নেতারা সরাসরি ডাক্তারদের অনশন মঞ্চেই চলে গিয়েছিলেন, টিভিতে একটু প্রচারের আশায়! এঁদের সকলেরই চেষ্টা ছিল ভোটের লক্ষ্যে আন্দোলনটা 'দখল করার'। তাতে ব্যর্থ হয়ে তাঁরা কৌশলে বাণী ছড়িয়ে বেড়াচ্ছেন— দলের ঝান্ডা ওড়াতে না দিয়েই জনগণ বড় ভুল করে ফেলল। না হলে বোধহয় তাঁরাই গিয়ে সব খুনিকে ধরে দিতেন! অন্য দিকে রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দুর্নীতিচক্রের পাণ্ডাদের বাঁচাতে একদিকে চেষ্টা করে গেছে গ্রেফতার হওয়া সিভিক ভলান্টিয়ারের ঘাড়ে পুরো কোপটা মেরে বড় মাথাদের নামটা তদন্ত থেকে মুছে দিতে। এ ব্যাপারে তারা কেন্দ্রের শাসক দলের সাহায্যটাও পেয়ে গেছে। কারণ সিবিআই যদি এ রাজ্যে আর জি কর-এ খুন-ধর্ষণের মামলায় মূল চক্রীদের এবং দুর্নীতি চক্রের মাথাদের শাস্তি-বিধানের মতো করে তদন্ত করতে পারে তা হলে বিজেপি-শাসিত অন্য রাজ্যেও একের পর এক ধর্ষণ, খুন ও দুর্নীতির মামলায় সঠিক তদন্তের দাবিতে মানুষ একই রকম

চারের পাতায় দেখুন

এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে
অভূতপূর্ব জয় ছিনিয়ে আনলেন কর্ণাটকের আশাকর্মীরা

সঠিক নেতৃত্বে আপসহীন লড়াই-আন্দোলনই যে দাবি আদায়ের একমাত্র রাস্তা— আবারও প্রমাণ করলেন কর্ণাটকের আশাকর্মীরা। এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কর্ণাটক রাজ্য সংযুক্ত আশাকর্মী সংঘের আহ্বানে আশাকর্মীরা রাজ্য জুড়ে ধর্মঘট ও চারদিন ধরে বিক্ষোভ অবস্থান চালিয়ে উদাসীন সরকারের কাছ থেকে আদায় করে নিলেন তাঁদের দীর্ঘদিনের অপূরিত দাবি। আন্দোলনের হার না মানা মেজাজ দেখে

বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কের অবস্থানে হাজার হাজার আশাকর্মী

- *মাসে ১০ হাজার টাকা সাম্মানিকের দাবি আদায়*

১০ জানুয়ারি বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে আশাকর্মীদের অবস্থানস্থলে এসে রাজ্যের স্বাস্থ্য কমিশনার ঘোষণা করলেন, আগামী এপ্রিল

দুয়ের পাতায় দেখুন

কৃষি-খসড়া বাতিলের দাবিতে
কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি
এআইকেকেএমএস-এর

ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ডেপুটি কৃষি বিপণন উপদেষ্টা ও ড্রাফটিং কমিটির আহ্বায়ক ডঃ এস কে সিনহাকে ১০ জানুয়ারি এক প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর ঘোষ এবং সভাপতি সত্যবান চিঠিতে বলেছেন, 'ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং' শিরোনামে ২৫ নভেম্বর একটা খসড়া নীতি আপনি আপনার দপ্তর থেকে প্রকাশ করেছেন এবং ১৫ দিনের মধ্যে ওই খসড়া নীতির উপর আমাদের মন্তব্য বা মতামত জানতে চেয়েছেন। পরবর্তীকালে এই মন্তব্য বা মতামত দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হয়েছে। আমরা আমাদের সংগঠন, এআইকেকেএমএস-এর পক্ষ থেকে সেই খসড়া নীতির উপর আমাদের মতামত রাখছি।

যে খসড়া দলিল প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ভারতীয় কৃষির একটা মনোহর চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু বাস্তব একেবারে বিপরীত কথা

সাতের পাতায় দেখুন

আশাকর্মীদের মাসে ১০ হাজার টাকা বেতনের দাবি আদায়

একের পাতার পর

থেকে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা সাম্মানিক দেওয়া হবে তাঁদের। বাড়তি দায়িত্বের জন্য দেওয়া হবে অতিরিক্ত উৎসাহভাতা এবং গুরুতর অসুস্থতা ঘটলে তিন মাসের সবেতন ছুটি। তিনি জানালেন, মুখ্যমন্ত্রী আগামী দিনে আশাকর্মীদের অবসরকালীন প্রাপ্য নিয়ে বিবেচনারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ফ্রিডম পার্কে তখন উচ্ছ্বাসের ঝড়। বহু আকাঙ্ক্ষিত জয়ে আন্দোলনকারীদের আনন্দধ্বনিতে ভেসে যাচ্ছে সমাবেশস্থল। মুহুর্মুহু স্লোগান উঠছে— ইনকিলাব জিন্দাবাদ, এআইইউটিইউসি জিন্দাবাদ।

সারা দেশের মতোই কর্ণাটকে আশাকর্মীরা রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। কিন্তু অন্যান্য রাজ্যের মতোই সেখানেও তাঁদের উপর শোষণ-নিপীড়নের কমতি নেই। মাসিক মাত্র ৫ হাজার টাকা বেতনে বছরের পর বছর হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে গেছেন তাঁরা। মেলেনি সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি। কোভিড অতিমারির সময়ে আশাকর্মীদের অসমসাহসী ভূমিকার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। অথচ মর্যাদা মেলেনি। আকাশছোঁয়া বাজারদরের এই দুঃসময়ে কোনও সরকারি দল ও মন্ত্রীই আশাকর্মীদের ভাতা একটু বাড়ানোর কথা মনেও আনেননি। এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত কর্ণাটক রাজ্য সংযুক্ত আশাকর্মী সংঘের নেতৃত্বে বছরের পর বছর ধরে লড়াই হয়েছে। অবশেষে দাবি আদায়ের শেষ অস্ত্র হিসাবে তাঁরা লাগাতার ধর্মঘটে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ৭ জানুয়ারি থেকে গোটা কর্ণাটক জুড়ে ধর্মঘট শুরু করেন ২৫ হাজারেরও বেশি আশাকর্মী। বাঙ্গালোরের ফ্রিডম পার্কে ওই দিন থেকেই তাঁরা শুরু করেন লাগাতার বিক্ষোভ অবস্থান। প্রবল শীত উপেক্ষা করে খোলা আকাশের নিচে টানা অবস্থান চলতে থাকে। রাতেও ফ্রিডম পার্কের খোলা মাঠেই থাকেন তাঁরা। অনেকেরই সঙ্গে ছিল শিশুসন্তান। দাবি আদায়ের কঠিন প্রতিজ্ঞায় প্রবল ঠাণ্ডায় বাচ্চাদের অসুস্থ হয়ে পড়ার আশঙ্কাকে হেলায় দূরে ঠেলেছেন আশাকর্মী মায়েরা।

প্রথম থেকেই রাজ্যের সাধারণ মানুষ এসে দাঁড়িয়েছিলেন এই আন্দোলনের পাশে। অবস্থানে দিনে দিনে সংখ্যা বেড়েছে আশাকর্মীদের। সামিল হয়েছেন কৃষক-শ্রমিক-অটোচালক, মহিলা-ছাত্র-যুব সহ সবস্তরের মানুষ। আন্দোলনকারীদের জন্য রান্না করা খাবার জুগিয়েছেন তাঁরা, বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। পার্কের পাশেই ছিল মেডিকেল ক্যাম্প, যাতে অসুস্থতা সমস্যা হয়ে না দাঁড়াতে পারে।

সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হয়েছিলেন রাজ্যের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। এসেছিলেন প্রখ্যাত কন্নড় লেখক ও অধিকার-রক্ষা আন্দোলনের অন্যতম ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আল্লামাপ্রভু বেট্টাদুরু। ছিলেন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ভি পি নিরঞ্জনারাধ্যা, সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এবং কর্ণাটকের প্রাক্তন লোকায়ুক্ত সন্তোষ হেগড়ে, সমাজকর্মী এস আর হিরেমাথ, সমাজমুখী পত্রিকা সম্পাদক চন্দ্রকান্ত ভাড্ডু প্রমুখ। এঁরা সকলেই আশাকর্মীদের ন্যায়বিচারের দাবিতে সোচ্চার হন। সমাবেশস্থলে বিক্ষোভকারী আশাকর্মীদের পাশে উপস্থিত হয়েছিলেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সভাপতি কে রাধাকৃষ্ণ, আশাকর্মী সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডি নাগলক্ষ্মী ও রাজ্য সভাপতি সোমশেখর ইয়াদগিরি, রাজ্য সহ-সভানেত্রী রমা টিসি প্রমুখ। দাবি আদায়ে অটল আশাকর্মীদের আহ্বান জানিয়ে কে রাধাকৃষ্ণ বলেন, ইতিহাস সাক্ষী, আত্মত্যাগ ছাড়া কোনও সংগ্রামই সফল হতে পারেনি। তাই, যত বাধাবিপত্তিই আসুক, যতদিন না জয় অর্জিত হয় লড়াই আপনাদের চালিয়ে যেতে হবে। এসইউসিআই(সি)-র কর্ণাটক রাজ্য সম্পাদক কে উমা আশাকর্মীদের সামনে বক্তব্য রাখেন।

অবশেষে ১০ জানুয়ারি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্য দফতরের অফিসারদের পাশে নিয়ে তাঁর নিজের বাড়িতে আশাকর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। বৈঠকে আশাকর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিদলে ছিলেন সভাপতি সোমশেখর ইয়াদগিরি, রাজ্য সম্পাদক ডি নাগলক্ষ্মী এবং শিক্ষাবিদ ভি পি নিরঞ্জনারাধ্যা। বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করে প্রতি মাসে ১০ হাজার টাকা বেতন সহ অন্যান্য দাবিগুলি মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। কর্ণাটকের আশাকর্মীদের এই ঐতিহাসিক জয়ের পিছনে রয়েছে সঠিক নেতৃত্বে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ ও লাগাতার দীর্ঘ লড়াই এবং প্রভূত বাধাবিঘ্ন ঝড়ঝঞ্ঝা মোকাবিলা করে দাবি আদায়ের সংগ্রামী জেদ। শুধু দাবি আদায়ই নয়, এই লড়াইয়ে আন্দোলনকারী আশাকর্মীদের অদম্য মনোবল গোটা দেশের মেহনতি মানুষের কাছে প্রেরণা হিসেবে থেকে গেল।

শোষণমুক্তির সংগ্রামে ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনার একটি উজ্জ্বল অধ্যায় হিসাবে রয়ে গেল ফ্রিডম পার্কে ধর্মঘটী আশাকর্মীদের বিক্ষোভ অবস্থানের দিনগুলি। আশাকর্মীদের মতোই সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষ একই রকম শোষণ-অবিচারের শিকার। এই আন্দোলন তাঁদেরও আপসহীন লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা জোগাবে।

প্রসূতি মৃত্যুতে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি

সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সভাপতি ডাঃ দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্তী এবং সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস মেদিনীপুর হাসপাতালে প্রসূতি মৃত্যু প্রসঙ্গে ১০ জানুয়ারি এক বিবৃতিতে বলেন,

স্যালাইন কিংবা ওষুধ বা অ্যানাস্থেটিক ওষুধ ব্যবহারের পরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়ে রোগীর মৃত্যু এই প্রথম নয়। রাজ্যের প্রতিটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই ধরনের ঘটনা এর আগে বহু ঘটেছে। যে কোনও ওষুধ প্রয়োগের আগে তার গুণমান পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আমাদের রাজ্য তথা দেশে ওই পরীক্ষা করার ল্যাবরেটরির সংখ্যা অত্যন্ত অপ্রতুল। ফলে গুণমান পরীক্ষা করিয়ে তার ফলাফল আসার আগেই ওইসব ওষুধ ব্যবহৃত হয়ে যায়। ফলে অত্যন্ত নিম্নমানের ওষুধ অজান্তেই ব্যবহৃত হয়ে যায়।

অন্য দিকে অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ী-প্রশাসন-সরকারের দুষ্টচক্র কাজ করায় বহু ক্ষেত্রে গুণমান পরীক্ষায় ফেল করা ওষুধও বাজারে চলতে থাকে। সম্প্রতি এই রিঙ্গার ল্যাক্টেট ইতিপূর্বেই ব্যাঙ্গালোরে পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে ওই কোম্পানির স্যালাইনগুলি রমরমিয়ে চলছে। যার বলি হতে হচ্ছে এই রাজ্যেরই প্রসূতি সহ অসংখ্য রোগীকে। গত লোকসভা নির্বাচনের আগেও আমরা দেখেছি ওষুধ কোম্পানিগুলি হাজার হাজার কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড কিনেছে বিভিন্ন ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে। তার বিনিময়ে তাদের সমস্ত জাল ও নিম্নমানের ওষুধ পরীক্ষায় পাশ করে গেছে এবং বাজারে তা রমরমিয়ে চলছে। তারই খেসারত আজ মানুষকে দিতে হচ্ছে। আর জি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষও জাল ওষুধের কারবারি ছিলেন। মেয়াদ উত্তীর্ণ ওষুধ নতুন মোড়কে চালানো হত, যে সীমাহীন দুর্নীতির পরিণতিতে অভয়া কাণ্ড ঘটেছে। এই ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে সমস্ত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া দরকার। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা যুক্ত না থাকলে এমন গভীর স্বাস্থ্য-দুর্নীতি চলতে পারে না। বিচারবিভাগীয় তদন্ত এবং দোষীদের কঠোর সাজা দাবি করেন তিনি।

জীবনাবসান

বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার বেলে-দুর্গানগর অঞ্চলের প্রবীণ কর্মী কমরেড জয়দেব সরদার বার্ধক্যজনিত কারণে ৮ ডিসেম্বর সকালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। মৃত্যুসংবাদ পেয়ে দলের জেলা নেতারা ও এলাকার কর্মীরা এবং বহু মানুষ শ্রদ্ধা জানিয়ে শেষযাত্রায় সামিল হন। তিনি ছিলেন সৎ, নিরহঙ্কার, গরিবদরদি। মৃদুভাষী এই কমরেড তাঁর ভদ্র ব্যবহারের জন্য মানুষের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন।

তাঁর পরিবারের প্রায় সকলেই দলের অনুগামী। স্থানীয় দাবি সহ জেলায়-রাজ্যের পরিচালিত গণআন্দোলনে শামিল হতেন তিনি। এলাকায় দলকে শক্তিশালী করতে তিনি সব সময়েই সচেষ্ট ছিলেন।

দলের আদর্শ এবং নানা বিষয়ে দলের বক্তব্য সঠিক ভাবে উপলব্ধি করার জন্য পার্টির পত্রপত্রিকা পড়তেন। আদর্শের বিস্তারের জন্য পত্রপত্রিকা বিক্রিও করতেন। সংগঠনে তাঁর এই ভূমিকায় ভীত হয়ে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির মতলববাজ নেতারা তাঁর উপর মিথ্যা মামলা চাপিয়ে ও নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করে, পুলিশি হয়রানি চালিয়ে তাঁকে দমানোর চেষ্টা করে বারবার এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে একটি মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। ১৪ বছর কারাজীবনে নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হন তিনি। কারামুক্তির পরও অসুস্থ শরীরে দলের কাজ করেছেন। বয়সে ছোট অথবা বড় দলের সকল নেতৃত্বের প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল। ২৬ ডিসেম্বর তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। দলের রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার ও কমরেড নিরঞ্জন নস্কর এবং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড গোবিন্দ হালদার শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

কমরেড জয়দেব সরদার লাল সেলাম

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় দলের ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার জগদীশপুর লোকালের পূর্বতন সম্পাদক ও প্রবীণ সদস্য কমরেড অধীর নস্কর দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৮ ডিসেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

১৯৬৭ সালে কিশোর বয়সে দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ শুরু করেন। ক্রমে পরিবারের সকল সদস্যকে দলের সাথে যুক্ত করতে সক্ষম হন। অল্পদিনের মধ্যে এলাকার গরিব, খেটে খাওয়া মানুষের আপনজন হয়ে ওঠেন। ১৯৭৮ সালে প্রথম পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে শুরু করে তিনি পরপর কয়েকবার জনপ্রতিনিধি হিসাবে নির্বাচিত হন ও দক্ষতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করেন। পার্টি সংগঠন বিস্তারের কাজের সাথে বাসভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, রেশন দুর্নীতি আন্দোলন সহ একাধিক আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেন। গরিব খেটে খাওয়া মানুষের প্রতি তাঁর গভীর মমত্ববোধ ও অসীম ভালোবাসা ছিল। সদাহাস্যময়, সহজ সরল স্বভাবের জন্য তিনি গরিব মানুষ ও অন্য দলের সমর্থক বহু মানুষের কাছে অধীরদা নামে পরিচিতি লাভ করেন। পথ দুর্ঘটনায় তাঁর দুটি পা ভেঙে যায়। ভাঙা পায়ে তিনি এলাকায় ঘুরে ঘুরে গণদাবী, পার্টির পত্র-পত্রিকা বিক্রি ও অর্থ সংগ্রহে অবিচল ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত দলের আদর্শ ছিল তাঁর মননে ও হৃদয়ের গভীরে।

তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড মাদার নস্কর সহ অন্য কমরেডরা শ্রদ্ধা জানান। ৪ জানুয়ারি ধনঞ্জয়পুরে তাঁর নিজ গ্রামে স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। কমরেড মাদার নস্কর ও জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড বলরাম কয়াল তাঁর সংগ্রামের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। তাঁর মৃত্যুতে দল একজন আপসহীন সংগ্রামী যোদ্ধাকে হারাল।

কমরেড অধীর নস্কর লাল সেলাম

সরকারকে দেওয়া বণিকসভার পরামর্শ

অর্থনীতির সঙ্কট দূর করতে পারবে না

দেশীয় শিল্পপতিদের সংগঠন সিআইআই (কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি) সম্প্রতি সাধারণ মানুষের হাতে বাড়তি নগদ টাকা জোগানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে একগুচ্ছ পরামর্শ দিয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে, দেশের গরিব মানুষদের বছরে ১০০ দিনের কাজে ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ২৬৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৭৫ টাকা করা, পিএম কিসানের টাকা বছরে ৬ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৮ হাজার করা, তেলের দামে যে ট্যাক্স কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার নেয় তা কমানো, বছরে কুড়ি লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যক্তিগত রোজগারে করের হার কমানো, স্বল্প আয়ের মানুষদের নির্দিষ্ট কিছু পণ্য পরিষেবায় খরচ করার জন্য বিশেষ ভাউচার দেওয়া, পিএম আবাস যোজনায় আর্থিক সুবিধা বৃদ্ধি করা সহ আরও কিছু পরামর্শ (সূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ৩০ ডিসেম্বর ২০২৪)।

পরামর্শ শুনে অবাক হচ্ছেন? ভাবছেন হঠাৎ পুঁজিপতিদের সংগঠন জনস্বার্থে সরকারকে এই কাজগুলি করার জন্য বলছে কেন? তবে কি পুঁজিপতিরা হঠাৎ জনদরদি হয়ে উঠল? গরিব মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়ল? আপাতদৃষ্টিতে এমন মনে হলেও বাস্তব আদৌ তা নয়। আসলে পুঁজিপতিরা পড়েছে এক মহা সমস্যায়। তাদের উৎপাদিত পণ্য তাদের প্রত্যাশা মতো বিক্রি হচ্ছে না। বাজার মন্দা। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা তলানিতে পৌঁছেছে। তাদের হাতে ভোগ্য পণ্য কেনার মতো পর্যাপ্ত টাকা নেই। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের এত মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে যে খাদ্যের সংস্থান করতেই মানুষ হিমসিম খাচ্ছে। তার উপর মাত্রাছাড়া বেড়ে চলেছে ওষুধের দাম। বাড়ছে শিক্ষা সহ আনুষঙ্গিক সব খরচ। এ সব খরচ মিটিয়ে মানুষের হাতে ভোগ্যপণ্য কেনার মতো অবশিষ্ট কিছু থাকছে না। এর আগে আমরা গণদাবীতে উল্লেখ করেছি বিভিন্ন সমীক্ষা রিপোর্ট, যেখানে পণ্য উৎপাদক সংস্থাগুলি বলেছে তাদের বিক্রি কমছে। কারণ, একদিকে জিনিসপত্রের চড়া দামবৃদ্ধি, অন্য দিকে রোজগার না বাড়া।

আচ্ছা, প্রধানমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতারা যখন দেশ-বিদেশের নানা সভায় দেশের বিপুল জিডিপি বৃদ্ধির গল্প শোনাচ্ছেন, আর ভারত কত দ্রুত পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতি থেকে তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে, তার ফিরিস্তি দিয়ে চলেছেন তখন জনগণের ক্রয়ক্ষমতা এ ভাবে নামছে কেন? এর পিছনে কাজ করছে আয়ের ভয়ানক অসাম্য। রোজগার যা বাড়ছে তা সমাজের উঁচুতলায় থাকা মানুষদের, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের। সাধারণ জনগণের কাছে তা পৌঁছচ্ছে না। জনগণের আয়বৃদ্ধি না হলে ভোগ্যপণ্যের বিক্রি বাড়ে না। কারণ সাধারণ মানুষের আয়বৃদ্ধি হলে ভোগ্যপণ্যের পিছনে ব্যয় যে হারে বাড়ে, ধনীদের আয়বৃদ্ধি হলে সেই হারে তা বাড়ে না। তাদের হাতে যথেষ্ট অর্থ থাকায় আয়বৃদ্ধিতে নতুন করে ভোগব্যয় বিশেষ বাড়ে না। তা ছাড়া, দেশে ধনীদের তুলনায় সাধারণ মানুষের সংখ্যা অনেকগুণ বেশি হওয়ায় দরিদ্র-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তের আয় বাড়লে ভোগব্যয়ের পরিমাণ অনেকগুণ বাড়ে, যা ধনীদের আয় বৃদ্ধি ঘটে না।

কিন্তু জনগণের রোজগার বাড়ছে না কেন? কারণ মানুষের হাতে কাজ নেই। পুঁজিবাদী অর্থনীতি প্রয়োজন মতো নতুন কাজ তৈরি করতে পারছে না। উৎপাদন যা বাড়ছে তা পুঁজিনিবিড় ক্ষেত্রে। যেখানে নতুন শ্রমিক নিয়োগ প্রায় নেই বললেই চলে। শ্রমনিবিড় ক্ষেত্রগুলি ধুঁকছে। তা হলে তরুণ ছেলেমেয়েরা কাজ পাবে কী করে? কাজ না পেলে তাদের হাতে খরচ করার মতো অর্থ আসবে কী করে? যাঁরা চাকরি করছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকেই আগের চেয়ে কম মাইনেতে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এছাড়া ব্যাপক সংখ্যায় কলকারখানা নিয়মিত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পাশাপাশি, উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার যত বাড়ছে, ততই বাড়ছে কর্মী-ছাঁটাই।

অন্য দিকে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যাচ্ছে শ্রমের বাজারে। পাকা চাকরির ব্যাপারটাই আর পুঁজিপতিরা রাখতে চাইছে না। চুক্তিভিত্তিক স্থায়ী চাকরিও এখন থাকছে না। সর্বত্রই এখন নিয়োগ হচ্ছে 'গিগ' কর্মী, যেখানে কর্মীদের ন্যূনতম নিরাপত্তাটুকুও নেই। 'কাজ করলে মাইনে'র শর্তে নিয়োগ করা হয় তাঁদের এবং ইচ্ছামতো ছেঁটে ফেলা হয়। এমন চাকরির জোরে কি ভোগব্যয় বাড়ে? ভোগব্যয় বাড়া দূরের কথা, এমন পরিস্থিতিতে কালকের দিনটা কেমন যাবে সেই চিন্তাই মানুষকে অস্থির করে তুলছে।

অর্থনীতির এমন দুঃসহ পরিস্থিতিতেই সিআইআই সরকারকে পরামর্শ দিয়েছে লোকের হাতে যেভাবে হোক টাকা গুঁজে দাও, যাতে তারা বাজারে কেনাকাটা করতে পারে। দাওয়াইটা নতুন নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে মারাত্মক বাজার সঙ্কট থেকে সাময়িক ভাবে হলেও বাঁচাতে গত শতকের তিরিশের দশকের গোড়ায় মহামন্দার পর অর্থনীতিবিদ কেইনস এই দাওয়াই বাতলে ছিলেন। তাতে তাৎক্ষণিক ভাবে সঙ্কট কিছু কমেও ছিল। কিন্তু পুঁজিবাদী অর্থনীতি এমনই যে, সর্বোচ্চ মুনাফা করতে গিয়ে শোষণের মাত্রাকে তা ক্রমাগত বাড়িয়ে চলে। শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষ ক্রমাগত নিঃস্বে পরিণত হয়। ফলে কেইনসীয় দাওয়াই জ্বরে জলপটি দেওয়ার মতো ভূমিকা পালন করলেও তাতে রোগ সারে না। বারে বারে সঙ্কটে পড়ে অর্থনীতি। পুঁজিবাদী অর্থনীতির এই সংকটকে বিশিষ্ট মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক শিবদাস ঘোষ বলেছেন এবেলা-ওবেলার সংকট। আজ সেটাই দেখা যাচ্ছে। অবস্থা এতদূর নেমেছে যে, শ্রমিক-কৃষক

সাতের পাতায় দেখুন

বিজেপির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতেই কি ভাগবতজির উদার সাজা

১৯ ডিসেম্বর মহারাষ্ট্রের পুণের এক সভায় আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের বক্তব্য অনেককে বিস্মিত করেছে। তিনি বলেছেন, রাম মন্দির নির্মাণের পর থেকে কেউ কেউ ভেবে নিয়েছেন, নতুন নতুন জায়গায় একই ধরনের কাজ করে তাঁরা হিন্দুদের নেতা হয়ে উঠবেন। তিনি বলেছেন, প্রতিদিন নতুন নতুন বিতর্ক খুঁজে বার করা হচ্ছে, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। আরএসএসের আদর্শ, নীতি, কর্মপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকলে এই কথায় বিস্মিত না হওয়াটাই বিস্ময়ের। ব্যাপারটা আরও বিস্ময়কর হয়ে দাঁড়ায় যখন মনে পড়ে, ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে বিজেপি-আরএসএসের বর্তমান প্রধান আইকন নরেন্দ্র মোদির মুখনিঃসৃত বাণী— 'হিন্দু মহিলাদের মঙ্গলসূত্র' কেড়ে নিয়ে মুসলিমদের দিয়ে দেবে কংগ্রেস। সেই সময় মোহন ভাগবতজির নীরবতার বিশেষ বার্তা ছিল না কি? যখন নরেন্দ্র মোদিজি বিশেষ ধর্মের মানুষদের দিকে আঙুল তুলে বলেন, 'পোশাক দেখেই বোঝা যায় কারা সন্ত্রাসবাদী! মোহন ভগবতজির নীরবতা যে সম্মতির লক্ষণ, তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় কি? তা হলে এখন তাঁর হল কী?

সভাটি ছিল 'বিশ্বগুরু ভারত' বিষয়ে, অতএব মোহন ভাগবতজির কথাতে ঔদার্য ফোটানোর দায়ও ছিল। আন্তর্জাতিক মহলে বিজেপি শাসিত ভারতের যে পরিচয় দাঁড়িয়েছে, তা যে খুব গর্বের কিছু নয়, ভাগবতজির সেটা অজানা নয়। বিশ্বের বহু মানুষের চোখে এখন ভারত মানে ধর্মান্ধ উগ্র হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক একটি দেশ। যেখানে গো-রক্ষার নামে মানুষকে পিটিয়ে মারা যায়, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার হুমকি সম্বলিত ঘৃণা-ভাষণ দিয়ে হাততালি কুড়ানো যায়, ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্ব দেওয়ার আইন নিয়ে গর্ব করে ভোট চাওয়া যায়। এমনকি ২০০২-এর গণহত্যার নায়কদেরও দেশের সর্বোচ্চ পদে তিন-তিনবার বসিয়ে দেওয়াও আজ অক্লেশে সম্ভব! এটা জেনেই বিজেপির অভিভাবক হিসাবে তাদের ভাবমূর্তি রক্ষার চেষ্টার দায় থেকেই 'বিশ্বগুরু' সাজার মঞ্চে তাঁকে এ কথা বলতে হয়েছে।

মোহন ভাগবতজি ২০২২-এও একবার বলেছিলেন, রামমন্দির তৈরি ছিল হিন্দুদের বিশ্বাসের বিষয়, আমরা কাজটা শেষ করেছি। এখন আর এ নিয়ে জঙ্গি আন্দোলনের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক মসজিদের নিচে শিবলিঙ্গ খোঁজা আর প্রত্যেক দিন একটি করে বিতর্ক তোলা উচিত নয়। তা হলে! তিনি কি আরএসএস-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও পরিবর্তন এনেছেন? দেখা যাচ্ছে, ভাগবতজির পুণে বক্তৃতার দশ দিন পরেই আরএসএস-এর মুখপত্র অর্গানাইজারের কভার-স্টোরিতে সম্ভলের মসজিদের অধিকার দাবি করে লেখা হয়েছে, 'ব্যাটল ফর সিভিলাইজেশনাল জাস্টিস' অর্থাৎ সভ্যতার ন্যায় বিচারের প্রশ্নে লড়াই চলছে। মোহন ভাগবতজি ২০১৪-তে কটকের একটি সভায় বলেছিলেন, 'হিন্দুস্তানের গভীরে একটাই ধর্ম প্রোথিত আছে। সেটি হল হিন্দুত্ব'(বর্তমান ১৯.০৮.২০১৪)। তাঁর কথায়, 'ভারত হিন্দু রাষ্ট্র। দেশের প্রতিটি হিন্দু পরিবারের মধ্যে সেই হিন্দু পরিচয়ের আত্মশ্লাঘা জাগিয়ে তুলতে হবে। ভারতের সংস্কৃতির সনাতন আচারই হল হিন্দুত্ব' (ওই)। তিনি আরও বলেছেন, 'এক জায়গায় সব হিন্দুকে জল খেতে হবে। একই ধর্মস্থলে তাদের প্রার্থনা করা উচিত। এমন কি মৃত্যুর পর একই জায়গায় সকলের শেষকৃত্য হওয়া উচিত'(আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯.০৮.২০১৪)। মোহন ভাগবতজি ২০২৩-এর ৩১ আগস্ট 'দৈনিক তরুণ ভারত'-এর একটি অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, 'ভারত একটি হিন্দু রাষ্ট্র এবং এটাই সত্য যে সমস্ত ভারতীয়ই হিন্দু।' গত বছর জানুয়ারি এবং এই বছর অক্টোবরে দুটি বক্তব্যে জানিয়েছিলেন, 'হাজার হাজার বছর ধরে হিন্দুরা যুদ্ধের মধ্যে আছে,' এবং তিনি হিন্দু সমাজকে পরামর্শ দেন নিজেদের সুরক্ষার জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২৭ ডিসেম্বর, ২০২৪)। কে হিন্দু এই প্রশ্নে আরএসএস-এর পরম পূজনীয় বিডি সাভারকর বলছেন, 'যে ব্যক্তি সিন্ধু থেকে সমুদ্র পর্যন্ত দেশকে নিজেদের পূর্বপুরুষের দেশ পিতৃভূমিরূপে গণ্য করে, বৈদিক সপ্তসিন্ধু থেকে উদ্ভূত জাতির রক্তের অধিকার বলে দাবি করে— যারা একই ইতিহাস ও সাহিত্য, কলা, সংস্কৃতি বিধি ও সংস্কার ইত্যাদির মাধ্যমে অভিব্যক্ত ওই জাতির সংস্কৃতিকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে, সর্বোপরি যারা হিন্দুস্তানকে নিজেদের পুণ্যভূমি বা পবিত্রভূমি বলে গণ্য করে, এই দেশকে নিজেদের মহাপুরুষ ও গুরু, ঋষি ও অবতারের নিবাস ও তীর্থভূমি বলে মেনে নিয়েছে তাকেই হিন্দু বলা যাবে। হিন্দুত্বের লক্ষণ হল এক রাষ্ট্র, এক জাতি, এক সংস্কৃতি' (হিন্দুত্ব, বিডি সাভারকর, পৃঃ ১৩২)। সাভারকরের কথা অনুযায়ী হিন্দুত্বের লক্ষণ যদি এক রাষ্ট্র, এক জাতি, এক সংস্কৃতি হয় এবং তার সাথে মিলিয়ে ভাগবতজির পুরনো কথাগুলোকে একবার স্মরণ করা যায়— দেখা যাবে, নানা ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, আত্মপরিচয় নিয়ে যে বৈচিত্র্যের রূপ ভারতে দেখা যায়, আরএসএস তার বিরোধী। তাঁদেরই ব্যাখ্যা অনুযায়ী আরএসএস-এর কাঙ্ক্ষিত হিন্দুরাষ্ট্রে খ্রিস্টান, মুসলমানদের স্থান কী হবে? সাভারকর বলেছিলেন, 'একটা জাতি, সে দেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারাই তৈরি হবে। জার্মানিতে ইহুদিদের কী করা হয়েছে? তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলে তাদের জার্মানি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল'(এমএসএ হোম স্পেশাল বিভাগ, ৬০ডি (জি) পিটি-৩, ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি, ২২-১-২০০০-এ উদ্ধৃত)। মোহন ভাগবতজি কি বিনায়ক দামোদর সাভারকরের এই ইচ্ছার বিরোধিতা করার কথা ভাবছেন? এমনটা তো শোনা যায়নি! তা হলে তাঁর 'হিন্দু মুসলিম এক ডিএনএ' ধরনের কথাগুলোকে কীভাবে দেখতে হবে?

✦ মোহন ভাগবতজিদের প্রধান লক্ষ্য সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছ থেকে 'অধীনতামূলক সখ্যতা'র প্রতিশ্রুতি আদায়। এই লক্ষ্যেই তাঁর উদারতা প্রদর্শন। তিনি এখন দেশের অভিভাবক সেজে নরেন্দ্র মোদিদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যাপৃত। কারণ যে কর্পোরেট পুঁজি মালিকরা আরএসএস এবং বিজেপি উভয়কেই টাকার থলি সহ সমর্থন দিয়ে থাকে এটা তাদের অর্পিত কাজ। এদের অনুগত সেবক হিসাবে ভাগবতজির তা অমান্যের উপায় নেই।

ছয়ের পাতায় দেখুন

ন্যায়বিচারের দাবিতে খাতড়ায় কনভেনশন

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে ২৯ ডিসেম্বর সারা বাংলা প্রতিবাদ কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বাঁকুড়া জেলার খাতড়া

শহরের লাইব্রেরি হলে শতাধিক মানুষের উপস্থিতিতে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

উদ্যোক্তাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক ডাঃ তন্ময় মণ্ডল, আইনজীবী অসীম রায়, আইনজীবী তন্ময় কর প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান শিক্ষক বারিদবরণ পতি। প্রধান বক্তা ছিলেন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি ডাঃ নীলাঞ্জন কুণ্ডু, ডাঃ সঙ্গীতা আইয়ার, ডাঃ কার্তিক জে প্রমুখ। কনভেনশনের মধ্য দিয়ে 'জাস্টিস ফর আর জি কর', খাতড়া মহকুমা তৈরি হয়। সভাপতি এবং সম্পাদক হিসেবে আইনজীবী অসীম রায় এবং বিকাশ পাত্র নির্বাচিত হয়েছেন।

রাজ্য যুবশিবির পুরুলিয়ায়

অভয়ার ন্যায়বিচারের দাবিতে ও শক্তিশালী যুব আন্দোলনের পরিপূরক উন্নত রুচি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধসম্পন্ন যুব চেতনা গড়ে তুলতে ৩-৫ জানুয়ারি পুরুলিয়ার এমএসএ স্টেডিয়াম ও সংলগ্ন ময়দানে সম্পন্ন হল এআইডিওয়াইও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি পরিচালিত যুব উৎসব। উদ্বোধন করেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড অমরজিৎ কুমার। বিশেষ অতিথি ছিলেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট বিজয় কুমার। প্রধান বক্তা ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড কমল সাঁই। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর। আট শত যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন।

উৎসবের সূচনায় অভয়ার ন্যায়বিচার সহ যুবকদের নিজস্ব দাবিতে একটি প্রতিবাদ মিছিল পুরুলিয়া শহর পরিক্রমা করে। রোড রেস, ফুটবল, ভলিবল, মহিলাদের কাবাডি সহ নাটক, সমবেত সঙ্গীত, আবৃত্তি, বক্তৃতা সহ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ও নানা সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে প্রতিনিধিরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে। পুরুলিয়ার ছৌ

নাচ ও একটি লোকসঙ্গীত দলের পরিবেশনায় এই উৎসব আনন্দ মুখরিত হয়ে ওঠে। সমাপ্তি অধিবেশনে সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কৃত করা হয়।

দুর্গাপুরে স্টিল ওয়ার্কারদের সম্মেলন

২৯ ডিসেম্বর দুর্গাপুর স্টিল ওয়ার্কার্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির (ডিএসডব্লিউসিসি) এর ১১তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে।

উপস্থিত ছিলেন এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত, রাজ্য সম্পাদক কমরেড অশোক দাস ও রাজ্য সহসভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষ। কমরেড বিশ্বনাথ মণ্ডলকে সম্পাদক ও কমরেড সব্যসাচী গোস্বামীকে সভাপতি করে এক শক্তিশালী কমিটি গঠিত হয়।

২১ জানুয়ারি ঢল নামবে জনতার

একের পাতার পর

ভাবে রাস্তায় নামবে, যার চাপ সামাল দেওয়া বিজেপি সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিজেপি সরকার তাদের খাঁচার তোতা সিবিআইকে রাজ্য পুলিশের তৈরি করা কাগজে হাত বুলানো ছাড়া অন্য কিছু করতে দেয়নি। অন্য দিকে স্বাস্থ্য দুর্নীতির গভীরতা এতদূর ছড়িয়ে যে, এতে টান পড়লে এর সাথে জড়িয়ে থাকা কর্পোরেট হাসপাতাল-ওষুধ-চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবসার জগতের বহু মাথাতেও টান পড়ার সম্ভাবনা। শাসকদলগুলো এদের প্রসাদভোগী হওয়ায় বিচার আরও অধরা হচ্ছে। শাসকের মনোভাব থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি কিংবা নানা সময় গদিতে থাকা দলগুলো সিদ্ধান্ত করে থাকে— জনগণই শেষ কথা বলে, এটি একটি কথার কথা মাত্র! আসলে ওনারাই জনগণের অভিভাবক, তাঁরা যেমনটি বলে দেবেন, তেমন তেমন করে যাওয়াই জনগণের কাজ। ঠিক এই সিদ্ধান্তটাকেই আঘাত করেছে আর জি কর আন্দোলন। তাই এই নেতারা টিভি চ্যানেলের ঘেরাটোপে আর বিবৃতির মোড়কে ফিরে গেলেও জনগণ কিন্তু থেকেছেন রাস্তাতেই।

কলকাতা পুলিশের কাগজে হাত বুলিয়ে তাতেই সিলমোহর দিয়ে সিবিআই যে প্রকৃত তদন্তকে এড়িয়ে যেতে চাইছে, তা মানুষের কাছে আজ পরিষ্কার। তদন্ত আদায় করতেই হবে, এই দাবিকেই তুলে ধরবে ২১ জানুয়ারির মহামিছিল। এই মিছিলের ডাক দিয়েছে এসইউসিআই(সি)। যে দলগুলো মানুষকে দেখে নিছক ভোটার হিসাবে, যে দলগুলো আন্দোলনকে ভাবে নিছক গদি দখলের সিঁড়ি, তাদের সাথে এস ইউ সি আই (সি)-র আন্দোলন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আকাশ আর পাতালের। এই দলের দৃষ্টিতে গণআন্দোলন জনগণের নিজস্ব শক্তি তৈরির একটা গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই গড়ে উঠতে পারে জনগণের নিজস্ব মতপ্রকাশ ও তাকে প্রয়োগ করার যথার্থ হাতিয়ার গণকমিটি। এস ইউ সি আই (সি) ৯ আগস্ট থেকেই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে থেকেছে। ঘটনার কথা জানামাত্র ছুটে গেছেন যেমন ওই কলেজের ডিএসও কর্মীরা, তেমনই কলেজের প্রাক্তনী ও ছাত্র-যুব-মহিলা সংগঠনের সদস্যরা সেদিনই দলের পক্ষ থেকে টালা থানায় ডেপুটেশন দিয়েছেন, দলের গণসংগঠনগুলিও ওই দিন থেকেই রাস্তায় নেমেছে। ১৪ আগস্ট আর জি কর হাসপাতালে প্রমাণ লোপাটের জন্য যে পরিকল্পিত আক্রমণ চলেছিল তার বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিবাদ ধ্বনিত করতে ১৬ আগস্ট বাংলা জুড়ে সাধারণ ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়েছে। এই আন্দোলনের প্রতিটি স্তরে জড়িয়ে থেকেছেন দলের নেতা থেকে কর্মীরা, কিন্তু কখনওই আন্দোলন দখল করে নিজেদের মুখ দেখানোর প্রতিযোগিতায়, কিংবা গদির স্বার্থে আন্দোলনকে কানাগলিতে টেনে নিয়ে যাওয়ার অসুস্থ কর্মকাণ্ডে যোগ দিতে ঘৃণা বোধ করেছে। আর জি কর আন্দোলন যে এভাবে ফেটে পড়তে পেরেছে তার অন্যতম কারণ হল, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নানা সমস্যায় জেরবার সাধারণ মানুষের সম্মিলিত ক্ষোভের অভিঘাত।

কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির ফলে শিক্ষার অঙ্গন থেকে সাধারণ ঘরের ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমাগত দূরে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। মূল্যবৃদ্ধি এক অসহনীয় পরিস্থিতিতে ঠেলে দিয়েছে মানুষের জীবনকে। কৃষকের হাহাকার, বেকার যুবক-যুবতীদের হাহাকার দেখে যন্ত্রণাবিদ্ধ মানুষ। অথচ স্কুলশিক্ষা থেকে শুরু করে সর্বত্র নিয়োগ নিয়ে চলছে সীমাহীন দুর্নীতি। স্থায়ী চাকরির বিষয়টা কেন্দ্র-রাজ্য উভয় সরকারই প্রায় তুলে দিচ্ছে। নারীর ওপর নির্যাতন-ধর্ষণ-খুন প্রায় নিত্যদিনের ঘটনায় পর্যবসিত। এ ব্যাপারে একেবারে দুধের শিশু থেকে বৃদ্ধা কারও যেন রেহাই নেই! এই পরিস্থিতিতে এখন প্রয়োজন সর্বাত্মক গণআন্দোলনের জোয়ার। যে কারণে আর জি কর আন্দোলন চলতে চলতেই ২১ জানুয়ারি এই মহামিছিলের ডাক দিয়েছে এস ইউ সি আই (সি)। দিনটা মহান লেনিনের ১০২তম প্রয়াণ দিবস। যে লেনিন সারা দুনিয়ার খেটে খাওয়া মানুষকে, শাসকদের পায়ের তলায় থাকা মানুষকে, নিজ অধিকার বুঝে নেওয়ার পথ দেখিয়েছেন, সেই মহান নেতার মৃত্যুর দিনটি খেটে খাওয়া মানুষের কাছে শোষণ মুক্তির লড়াইতে শামিল হওয়ার শপথ নেওয়ার দিন। এই দিনটিতেই মহা মিছিলের ডাক স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে সেই শপথের কথা।

মানুষ দেখেছে প্রাথমিকে ইংরেজি ও পাশ ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনার দাবিতে আন্দোলনে, পরবর্তীকালে বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন, বিদ্যুৎ গ্রাহকদের আন্দোলন সহ নানা ক্ষেত্রে মূল শক্তি হিসাবে কাজ করেছে এবং এখনও করে চলেছে এস ইউ সি আই (সি) দল। কিন্তু কোনও দিন আন্দোলন দখলের চেষ্টা এ দল করেনি। তাই দলমত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এগিয়ে এসে এক-একটা আন্দোলনের গণকমিটিতে স্বকীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পেরেছেন এবং আজও করে চলেছেন। এটাই আন্দোলনের শক্তিকে গড়ে তোলে। তাই ২১ জানুয়ারির মহামিছিলের ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিচ্ছেন কোনও দল না করা, এমনকি অন্য দলের সাধারণ সমর্থকরাও। মিছিলে কোনও দিন হাঁটেননি, আপাত অর্থে রাজনীতির গণ্ডি থেকে দূরে, এমন মানুষও এই মিছিল একটি রাজনৈতিক দলের ডাকে হবে জেনেও আসবার জন্য কথা দিচ্ছেন। কারণ একটা বিষয় তাঁদের ছুঁয়ে যায়— এই দলের গণআন্দোলনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাজবদলের রাস্তায় চলা রাজনীতির সাথে অন্যদের আখের গোছানোর রাজনীতির সুস্পষ্ট পার্থক্য। এই রাজনীতির সংস্পর্শে আসা মানুষগুলো যে সংস্কৃতিতে, দেহ-মনে একটা নতুন মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠার সংগ্রামে লিপ্ত, তার ছাপ পড়ে তাদের আচার-আচরণ-চলনে, যা মানুষকে ভাবায়। কেউ এমনও বলছেন, হাঁটতে না পারি পাশে গিয়ে দাঁড়াবো, নিজের থেকে জানতে চাইছেন, টাকা লাগবে তো তোমাদের— সাধ্যমতো সাহায্য দিচ্ছেন তাঁরা।

২১ জানুয়ারি তাই যে হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় হাঁটবেন, স্লোগানে গলা মোলাবেন উচ্চকণ্ঠে, তাঁরা নিছক মিছিলের ভিড় নন, তাঁরা প্রত্যেকেই বিচার ছিনিয়ে আনার দাবির অটল সৈনিক। তাঁদের স্লোগানের উচ্চারণ এতটাই বলিষ্ঠ, এতটাই নিশ্চিত যে তা সব শাসককেরই ঘুম কাড়ে। 'বিচার না দিয়ে নিস্তার পাবে না শাসক'—জনগণ জানিয়ে দিয়ে যাবে ২১-এর মহামিছিলে।

৯ জানুয়ারি কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার, চিকিৎসকদের আহ্বানে মিছিল

জল-জঙ্গল-জমি রক্ষায় আন্দোলনের অঙ্গীকার জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির

৫ জানুয়ারি কলকাতার রামমোহন হলে অল ইন্ডিয়া জন অধিকার সুরক্ষা কমিটির সর্বভারতীয় কনভেনশন সংগঠিত হল। সভাপতিত্ব করেন জল-জমি-জঙ্গল রক্ষা ও গরিব মানুষের জীবন-জীবিকা রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট জননেতা শম্ভুনাথ নায়েক। উদ্বোধনী ভাষণ দেন বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী ও জঙ্গল রক্ষার আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা মধু মনসুরি (হাসমুখ), বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, জঙ্গল রক্ষা আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা মধ্যপ্রদেশের জেএওয়াইএস সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য বিক্রম আছালিয়া, ভাটনগর পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী এবং অল ইন্ডিয়া জন অধিকার

সুরক্ষা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা স্বপন ঘোষ প্রমুখ।

মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিসম্বর মুড়া। ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশে উন্নয়নের নামে ড্যাম, জলাধার, কলকারখানা তৈরি করা, রাস্তাঘাট সহ পরিকাঠামো উন্নয়ন, খোলামুখ খনি প্রভৃতি প্রকল্প গড়ে তোলার নামে লক্ষ লক্ষ গাছ কেটে হাজার হাজার হেক্টর বনভূমি ধ্বংস করা হচ্ছে। এর ফলে ভয়ানক ভাবে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদ হচ্ছেন। কেবল আদিবাসী নয়, নানা স্তরের মূলত গরিব মানুষের উপর এই আক্রমণ ঘটে চলেছে।

ডঃ সৌমিত্র ব্যানার্জী বলেন, ইদানিং উন্নয়ন উন্নয়ন বলে একটা কথা খুব সামনে আসছে। উন্নয়ন কে না চায়? কিন্তু কার জন্য বা কাদের জন্য উন্নয়ন— এটাই মুখ্য বিষয়। গুটিকয়েক কর্পোরেট, নাকি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ? তিনি কর্পোরেট পুঁজিমালিকদের স্বার্থে উন্নয়নের নামে বনাঞ্চল ধ্বংস ও বিশ্ব উষ্ণায়নের বিপদ বিশদে তুলে ধরে বলেন, জল-জমি-জঙ্গল রক্ষার আন্দোলন আজ অত্যন্ত সময়োপযোগী।

বিক্রম আছালিয়া বলেন, এখানে আদিবাসী অধিবাসী সকলে মিলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য আলোচনা করছেন। আমরা সামাজিক সংগঠনগুলির নেতৃত্ব একত্রিত হয়ে কাজ করছি। একত্রিত হয়ে কাজ করলে শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং সর্বক্ষেত্রে শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হবে। আয়োজক কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা স্বপন ঘোষ বলেন, বনাঞ্চল, পাহাড়, খনি, নদীর জল প্রভৃতি সবকিছুর উপরে কর্পোরেটরা থাবা বসিয়েছে সরকারগুলোর সহযোগিতায়। ভারতের ৩৭ কোটির বেশি মানুষ বনাঞ্চলে বাস করে। প্রত্যক্ষভাবে এদের জীবন জীবিকা মারাত্মক সঙ্কটাপন্ন। বিশেষজ্ঞদের শত সতর্কতা সত্ত্বেও বনাঞ্চল কেটে শেষ করার এই প্রবণতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার বন সংরক্ষণ রুলস ২০২২ এবং বন সংরক্ষণ (সংশোধনী) আইন ২০২৩ বলবৎ করে জঙ্গল ধ্বংসের ক্ষেত্রে যেটুকু আইনি বাধা ছিল তা কার্যত বিলোপ করতে মরিয়া। ব্রিটিশ শাসকদের মতোই স্বাধীন ভারতের শাসক হিসেবে যারা যখন ক্ষমতায় বসেছে একইভাবে মুনাফাবাজদের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে আদিবাসী ও চিরাচরিত বনবাসীদের জবরদখলকারী তকমা দিয়ে বনাঞ্চল ধ্বংস করে আরও বিপুল সংখ্যক মানুষকে উচ্ছেদ করে চলেছে। দীর্ঘদিনের লড়াইয়ে অর্জিত 'অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬'-এ বেঁচে থাকার জন্য যতটুকু ব্যবস্থা ঘোষিত হয়েছিল সেটাও কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

কনভেনশন থেকে দাবি ওঠে— বন সংরক্ষণ রুলস ২০২২ অবলম্বে বাতিল করতে হবে, বন (সংরক্ষণ) সংশোধনী আইন ২০২৩ প্রত্যাহার করতে হবে, অরণ্যের অধিকার আইন-২০০৬ সম্পূর্ণরূপে চালু করতে হবে, আদিবাসী, চিরাচরিত বনবাসী ও গরিব শোষিত মানুষকে তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে কোনও ভাবেই বঞ্চিত করা চলবে না। তাদের বাসস্থান, চাষাবাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা ও জঙ্গলে প্রবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না।

শহিদ কনকলতা জন্মশতবর্ষ উদযাপন

১৯৪২ সালের ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের অন্যতম শহিদ বীরাঙ্গনা কনকলতা বরুয়ার জন্মশতবর্ষ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল আসামে। এই উপলক্ষে গত ২২ ডিসেম্বর আসামের কাছাড় জেলার শিলচর শহরে শহিদ ক্ষুদিরাম মূর্তির পাদদেশ থেকে একটি বাইক র‍্যালি বিশ্বনাথ জেলার গজপুরে কনকলতার মূর্তির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে সাড়ে চারশো কিলোমিটারেরও বেশি পথ অতিক্রম করে ২৩ ডিসেম্বর দুপুরে গহপুর থানার সম্মুখে পৌঁছায়। সেখানে শহিদ কনকলতা ও শহিদ মুকন্দ কাকতির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সেখান থেকে বাইক আরোহীরা কনকলতার জন্মস্থান বরঙ্গাবাড়ীতে পৌঁছে তাঁর মূর্তিতে মাল্যদান করেন। কনকলতা স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে সেখানে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা।

কনকলতার একমাত্র জীবিত কনিষ্ঠ ভ্রাতা কালীচরণ বরুয়াকে সমিতির পক্ষ থেকে স্মারক প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। বাইক আরোহীদের যাত্রাপথে নগাঁও ও তেজপুর শহরে বিশিষ্ট নাগরিকদের পক্ষ থেকে উষ্ণ সংবর্ধনা জানানো হয়। বাইক আরোহীরা পুনরায় দুর্গম পাহাড়ি পথ অতিক্রম করে ২৪ ডিসেম্বর শিলচরে ফিরে আসেন। কনকলতা বরুয়ার জন্মশতবর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ২০২৩ সালের ২২ ডিসেম্বর থেকে সমিতির উদ্যোগে বর্ষব্যাপী কাছাড় জেলার বিভিন্ন স্কুলে কনকলতার জীবন সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সমাপ্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাইক র‍্যালির পর ৩০ ডিসেম্বর শিলচরের গান্ধী ভবনে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা।

ওই দিন ভোরে কমসোমলের ১৩০ জন সদস্য প্রভাত ফেরিতে অংশগ্রহণ করে তাঁর প্রতিকৃতির উদ্দেশ্যে 'গার্ড অব অনার' প্রদর্শন করে শ্রদ্ধা জানায়। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট জননেত্রী অধ্যাপক চন্দ্রলেখা দাস ও নেতাজি ফাউন্ডেশনের কর্ণধার নীহাররঞ্জন পাল। এ ছাড়াও কনকলতা বরুয়ার জীবন ও সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে পরিবেশিত হয় ব্যালে।

মহামিছিলের প্রচারে বাধা ডায়মন্ডহারবারে

১০ জানুয়ারি ডায়মন্ডহারবারের বাসুলডাঙা বাজারে ২১ জানুয়ারি মহামিছিলের প্রচার চলছিল এস ইউ সি আই (সি)-র পক্ষ থেকে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে অভয়ার ন্যায়বিচার ও ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে এই প্রচারে মানুষের সমর্থন ছিল ব্যাপক। প্রচার চলাকালীন তৃণমূলের একদল দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে বাধা দেয়। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রামকুমার মণ্ডল সহ অন্যান্য কর্মীদের তুলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, হুমকি দিয়ে বলে প্রচার বন্ধ করতে হবে। বাজারের মধ্যে অসংখ্য মানুষের সামনেই সমস্ত ঘটনা ঘটে।

তৃণমূলের এই গুণ্ডামি দেখে এলাকার মানুষ ধিক্কার জানান। এলাকায় পোস্টারিং ও প্রচারপত্র বিলি হয়েছে। শহর সংলগ্ন দলনঘাটা মোড়ে প্রচারে গেলেও বাধা দেওয়া হয়।

আসামে বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ওয়ার্কশপ

৫ জানুয়ারি গুয়াহাটির চন্দ্রপ্রভা শইকীয়ানী ভবনে এক দিনের একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করে অল আসাম ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বিভিন্ন জেলা থেকে আগত অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ওয়ার্কশপে স্মার্ট মিটার চালু করার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইনি দিক সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের উপদেষ্টা তথা অসম বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানির অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার বিমল দাস।

স্মার্ট মিটার কেন গ্রাহকদের স্বার্থবিরোধী এবং তা প্রতিহত করতে কীভাবে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে তা সবিস্তারে ব্যাখ্যা করা হয়। সংগঠনের আহ্বানে ওয়ার্কশপে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য রাখেন গণআন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা কান্তিময় দেব। তিনি স্মার্ট মিটার স্থাপনের পিছনে সরকারের আসল উদ্দেশ্য যে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ করা, তা ব্যাখ্যা করেন। গ্রাহকদের পক্ষ থেকেও ভবিষ্যৎ আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাব তুলে ধরা হয়। সেগুলির ভিত্তিতে আগামী দিনে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘটে।

পাঠকের মতামত

বাজার অর্থনীতির থাবায় মিশনও!

নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসব ছিল ২৫ ডিসেম্বর। উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং পৃষ্ঠপোষক অবশ্যই আমাদের সবার প্রিয় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম।

বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী হলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শেষ হওয়ার পর যখন আমরা সিনিয়র সেকশন স্কুল বিল্ডিংয়ের সামনে এলাম, তখন একটি বিজ্ঞাপন দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বিজ্ঞাপনটি একটি হীরের জুয়েলারি সংস্থার। তাতে অর্ধনগ্ন নারীবক্ষের ছবি, অবশ্যই হীরের নেকলেস পরানো। এতদিন আমরা আমাদের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠানকে মিশনকে সম্পূর্ণ 'নারী বিবর্জিত' প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখে এসেছি, যেখানে পুরুষ ছাড়া নারীর কোনও ভূমিকা বা স্থান ছিল না। সেখানে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে অর্থ রোজগারের সংগ্রহের জন্য এই ছবিটি ব্যবহার করা হল, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের স্বার্থে।

এই দৃশ্য-দূষণকে সহ্য করতে না পেরে আমাদের '৭২ এর ব্যাচের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখলাম 'at last, our sacred institution has embraced view pollution...'! তাৎক্ষণিক জবাবে আর এক সহপাঠী লিখল 'only the money matters...' । এরপর আম্রকুঞ্জের দিকে এগোতেই দেখলাম বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপন, বিশেষত ইলেকট্রনিক গ্যাজেট ও ইকুইপমেন্টের এবং কিছু স্টাডি মেটেরিয়ালের। ইতিপূর্বে এমনকি স্কুলের সুবর্ণ জয়ন্তীতেও কোনও বিজ্ঞাপন দেখিনি ২০০৮ সালে। তখনও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। যতদূর জানি প্রাক্তনীরা এই তহবিলে এবং রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানকেও যথেষ্ট ও যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন। তা হলে এই দৃশ্য দূষণকারী বিজ্ঞাপন কী কারণে? উল্লেখ্য যে, সেদিন যে সহস্রাধিক ছাত্রের উপস্থিতি ঘটেছিল তাদের সঙ্গে বেশ কিছু ছাত্রের স্ত্রী এবং কারও কারও ক্ষেত্রে ছোট সন্তানরাও ছিলেন।

আসলে বিশ্বায়িত বাজার অর্থনীতির আগ্রাসন থেকে কেউই মুক্তি পাচ্ছে না। এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শে অনুপ্রাণিত বিবেকানন্দের মতো মহান মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনও!

দেবাশিস রায়
লক্ষ্মীনারায়ণ তলা রোড
হাওড়া

মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে এআইডিএসও-র চিঠি

রাজ্যের সংকটাপন্ন শিক্ষাব্যবস্থার হাল ফেরাতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্রুততার সঙ্গে কার্যকর করার দাবিতে এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি মণিশঙ্কর পট্টনায়ক এবং রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ৯ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীকে লেখা একটি চিঠিতে বলেন, দীর্ঘ ধারাবাহিক ছাত্র আন্দোলনের ফলে এবং প্রবল জনমতের চাপে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল চালু করতে চাইলেও পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষা দপ্তর পাশ-ফেল চালুর প্রশ্নে রাজ্যের অবস্থান এখনও পরিষ্কার করেনি। পাশ-ফেল না থাকার জন্য শিক্ষাব্যবস্থার ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়েছে। এর ফলে একটা বিরাট অংশের ছাত্র-ছাত্রী কিছুই শিখছে না, ভয়ানক ভাবে ড্রপ আউট বাড়ছে, সরকারি স্কুল বন্ধ হচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ছে বেসরকারি স্কুলের প্রসার। জনমতের রায় মেনে এই রাজ্যে প্রথম শ্রেণি থেকেই অবিলম্বে পাশ-ফেল চালুর ঘোষণার দাবি করেন তাঁরা।

চিঠিতে বলা হয়েছে, ইতিমধ্যে প্রায় ৮২০৭টি স্কুল এই রাজ্যে বন্ধ হতে চলেছে। শিক্ষামন্ত্রী কথিত স্কুল সংযুক্তির নীতি চালু হলে রাজ্যের আরও কয়েক হাজার স্কুল বন্ধ হবে। যখন জনসংখ্যা বাড়ছে, ছাত্রসংখ্যা বাড়ছে, তখন ছাত্রের অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার যুক্তি আসলে শিক্ষার পরিকাঠামোহীনতার, শিক্ষকের অভাবের ও সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার বেহাল অবস্থার করুণ চিত্রকেই তুলে ধরছে। এই নীতি বাতিল করে সমস্ত স্কুলছুট ছাত্রদের স্কুলে ফেরানোর জন্য সরকারি উদ্যোগের দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, প্রাথমিক স্তর থেকে সেমিস্টার সিস্টেম আপাতত চালু না হওয়ার কথা বলা হলেও উচ্চ-মাধ্যমিক স্কুলস্তরে সেমিস্টার সিস্টেম চালু থাকল। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সেমিস্টার ব্যবস্থায় বহু ছাত্র-ছাত্রী কোনও কিছু না শিখেই বছরের পর বছর পাশ করে যাচ্ছে। কোনও বিষয়ের সামগ্রিক জ্ঞান গড়ে উঠছে না। শিক্ষাব্যবস্থার সব স্তরেই সেমিস্টার বন্ধ করা ও মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের বোর্ড পরীক্ষা চালু রাখার দাবি করেছেন তাঁরা। চিঠিতে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় সব স্তরে শূন্য শিক্ষক পদ পূরণের দাবি তোলা হয়েছে। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে বেশ কিছু স্কুলে সরকার নির্ধারিত ফি-এর বদলে অনেক বেশি টাকা নেওয়া হচ্ছে। এটা বন্ধ করতে স্কুলের কম্পোজিট গ্রান্ট বাড়ানো, পরিকাঠামো খাতে টাকা বাড়ানো, স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

কুম্ভ এবং এআই সরকারি কর্তার উদ্ভট মিশ্রণ

বিজ্ঞানের সব আবিষ্কারকে ধর্মের জারক রসে চুবিয়ে পরিবেশন করা বিজেপি সরকারের সনাতনী সংস্কৃতি। সম্প্রতি তাঁর আরেকটি নজির পাওয়া গেল আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স বা কৃত্রিম মেধাকে কুম্ভমেলার সঙ্গে তুলনায়। অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিক্যাল এডুকেশন (এআইসিটিই) -এর চেয়ারম্যান বাণী দিয়েছেন, "কুম্ভমেলা যেমন নদী, মানবতা এবং আধ্যাত্মিকতার সঙ্গম, তেমনই কৃত্রিম মেধা হল ডেটা বা তথ্য, অ্যালগরিদম বা সূত্রমালা এবং কম্পিউটেশনাল পাওয়ার বা গণনাশক্তির সংমিশ্রণ।"

ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তিবিদ্যার পঠনপাঠন পরিচালনার বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া যে সংস্থার কাজ, তার কর্তার এমন অমূল্যবাণী দেশের সচেতন মানুষকে শিহরিত করেছে। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সম্পাদক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক তরুণ নস্কর এর তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, কৃত্রিম মেধা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার একটি উন্নত অবদান। কুম্ভমেলা বা ধর্মীয় কোনও বিষয়ের সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। উপমার এমন উদ্ভট নজিরকে 'কাঁঠালের আমসত্ত্ব' বানানোর অপকৌশল হিসাবে বর্ণনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক সায়েন্সের অধ্যাপক সনাতন চট্টোপাধ্যায়। বিরোধিতা করেছেন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক। তিনি বলেন, বিজেপি সরকারের মদতে সর্বত্রই অন্ধতা কুসংস্কার জনমানসে ছড়িয়ে দেওয়া অপচেষ্টা ধারাবাহিকভাবে চলছে। এই প্রেক্ষাপটে কৃত্রিম মেধাকে কুম্ভমেলার সঙ্গমের সাথে তুলনা অতীতচারী কুসংস্কারেরই নতুন মাত্রা। এআইসিটিই কর্তা কেন এমনটি করলেন? কাকে খুশি করতে যুক্তিহীনতার এমন অবতারণা? এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট বাণীদাতার পদোন্নতির দরজা খুলে যেতে পারে, কিন্তু শিক্ষা, জ্ঞানজগতের আকাশে ঘনিয়ে আসবে দুর্যোগের ঘনঘটা। এর মধ্যে রয়েছে নবজাগরণের উন্নত চিন্তার ধারাবাহিকতায় গড়ে ওঠা 'বৈজ্ঞানিক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ' শিক্ষা ধ্বংসের প্রয়াস।

ছত্তিশগড়ে সাংবাদিক হত্যায় উদ্বেগ

ছত্তিশগড়ে সাংবাদিক মুকেশ চন্দ্রকর হত্যার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক ৬ জানুয়ারি বলেন, ছত্তিশগড়ে 'বস্তার জংশন' ও এনডি টিভি-র এই সাংবাদিককে শাসক বিজেপির মদতপুষ্ট রোড কন্ট্রাক্টরের পোষা দুষ্কৃতীরা খুন করেছে। এই ঘটনা প্রমাণ করে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের সাংবিধানিক অধিকারটুকুও বিজেপি শাসনে থাকছে না।

ভাগবতজির উদার সাজা

তিনের পাতার পর

এটা বুঝতে একটু অন্য দিকে তাকাতে হবে। মোহন ভাগবতজির বক্তব্যের বিরুদ্ধে অখিল ভারতীয় সন্তসমিতি থেকে শুরু করে নানা হিন্দুত্ববাদী ওয়েবসাইট ও যোগী আদিত্যনাথের মতো বিজেপি নেতাদের তীব্র প্রতিক্রিয়ায় অনেকে অবাক হয়েছেন। এতে একটা বিষয় বোঝা গেছে যে, আরএসএস এখন আর হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির একচ্ছত্র হৃদয়সম্রাট নেই। সিবিআই প্রাক্তন প্রধান বিজেপি ঘনিষ্ঠ এম নাগেশ্বর রাও এমনকি বছর দুয়েক আগেই ভাগবতকে 'মেকি হিন্দু, ভণ্ড বলেছেন'। কিন্তু সাথে সাথে এটাও বুঝতে হবে, তাঁদের এই আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ধর্মের কোনও বিষয় নেই। পুরো বিষয়টাই রাজনৈতিক গদির দ্বন্দ্ব। মোহন ভাগবতজি বিজেপির প্রচলিত লাইন ধরে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের দেশের মানুষের কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরার দায়িত্বপ্রাপ্ত। এজন্যই তিনি কি একটু উদার! বিজেপির উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কিছু ভিড় জমাতে পারলেও তাদের অপশাসনে মানুষের যে দুর্দশা, তা এই দিয়ে পুরোটা ঢাকা যাচ্ছে না। এই সত্যটা মোহন ভাগবত থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহদের চেয়ে বেশি কেউ জানেন না। অন্য দিকে বিজেপির সম্বলও সাম্প্রদায়িক রাজনীতিটাই। ফলে উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু করে নানা রাজ্যে ভোটে জেতার জন্য তাদের নেতাদের উগ্র হিন্দুত্বের রাস্তাতেই হাঁটতে হচ্ছে। তাই উত্তরপ্রদেশেই কাশী-মথুরা-সম্ভল সহ প্রায় ৫০টি মসজিদের নিচে মন্দির খোঁজার জন্য নানা কর্মকাণ্ড চলছে। এ ব্যাপারে আদালতগুলোর ভূমিকাও অদ্ভুত। যে সব আদালতে বছরের পর বছর গুরুত্বপূর্ণ মামলা পড়ে থাকে সেই আদালতই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মসজিদের নিচে মন্দির খোঁজার সমীক্ষার নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছে। দেখে মনে হতে পারে ১৯৯১ সালের উপাসনালয় আইন— যেখানে বলা হয়েছে, ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট সমস্ত উপাসনালয় যে চরিত্র নিয়ে ছিল তার কোনও পরিবর্তন করা যাবে না, এর কোনও অস্তিত্বই যেন আদালত জানে না! এ বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের সদ্যপ্রাক্তন প্রধান বিচারপতিও আশ্চর্য ভূমিকা নিয়েছেন জ্ঞানবাপী মসজিদের ক্ষেত্রে। তিনি আইনটির অস্তিত্ব জেনেও মসজিদের নিচে সমীক্ষার নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তিনি বলেছেন, তিনি আদালতে যে সব মন্তব্য করেছিলেন, সেগুলোকে রায়ের অংশ হিসাবে গ্রহণ করার দরকার নেই। অন্য দিকে আরএসএস নেতারা অতীতে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ভিত্তিতে যতটা শ্রদ্ধা সম্মান পেতেন, আজ আর খুব গোঁড়া হিন্দুদের মধ্যেও তা পান না। তাঁদের কর্মকাণ্ডের বেশিরভাগটাই যে, গদির লোভের সাথে যুক্ত, টাকার থলির জোরেই তাদের জোর এটা আজ খুব অস্পষ্ট নেই। ফলে মোহন ভাগবতজিরা এখন তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে খুব বেশি উগ্রতা চাইছেন না। বিশেষত তিনি যখন জানেন যে, বিচারবিভাগে এবং প্রশাসনের উচ্চ থেকে নিম্ন সব স্তরেই সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত লোকজনকে ইতিমধ্যেই বসানো গেছে, তাঁরাই বিজেপি-আরএসএস-এর অ্যাজেন্ডা পূরণে উদ্যোগ নেবেন। তাই মোহন ভাগবতজি পরামর্শ দিচ্ছেন, ধৈর্য ধরো, মিষ্টি কথাতেই যখন কাজ হচ্ছে, আর উগ্র প্রচার কেন? তাঁদের প্রধান লক্ষ্য সংখ্যালঘু ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছ থেকে 'অধীনতামূলক সখ্যতা'র প্রতিশ্রুতি আদায়। এই লক্ষ্যেই তাঁর উদারতা প্রদর্শন। তিনি এখন দেশের অভিভাবক সেজে নরেন্দ্র মোদিদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যাপৃত। কারণ যে কর্পোরেট পুঁজি মালিকরা আরএসএস এবং বিজেপি উভয়কেই টাকার থলি সহ সমর্থন দিয়ে থাকে এটা তাদের অর্পিত কাজ। এদের অনুগত সেবক হিসাবে ভাগবতজির তা অমান্যের উপায় নেই।

ছাত্র-অভিভাবক আন্দোলনের চাপে
অতিরিক্ত ফি-র টাকা ফেরত দিল কর্তৃপক্ষ

সরকারি স্কুলে ভর্তির ফি ২৪০ টাকা। অথচ পাঁশকুড়ার ঐতিহ্যবাহী ব্রাডলি বার্ট হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ জোর করে নিচ্ছিল ১৫০০ টাকা। ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে সরকার নির্ধারিত ফি-র অতিরিক্ত নেওয়া টাকা ফেরত এবং দুঃস্থ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণ ফি মকুবের দাবি জানিয়ে ৮ জানুয়ারি প্রধান শিক্ষককে স্মারকলিপি দেয় এআইডিএসও। তিনি দাবিগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করেন এবং যে সমস্ত দুঃস্থ ছাত্রছাত্রী অর্থের অভাবে ভর্তি হতে পারছে না, তাদের আবেদন করার কথা বলেন। কিন্তু অতিরিক্ত টাকা ফেরতের আবেদনে তেমনভাবে সাড়া দিচ্ছিলেন না স্কুল কর্তৃপক্ষ। আবেদনপত্র জমা নিলেও নানা টালবাহানা চলছিল।

এর প্রতিবাদে এআইডিএসও সমস্ত অভিভাবকদের ঐক্যবদ্ধ করে স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ডেপুটেশন দিয়ে টাকা ফেরতের দাবি জানায়। আন্দোলনের চাপে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে আবেদন ছাড়াই অতি দ্রুত অতিরিক্ত ভর্তি ফি ফেরত দেওয়ার বিজ্ঞপ্তি জারি করেন তিনি। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের পাঁশকুড়া কমিটির সম্পাদিকা বিদিশা জানা সহ শুভঙ্কর প্রামাণিক, রূপসোনা খাতুন, বর্ষা মানিক। অভিভাবকদের পক্ষে নেতৃত্ব দেন মহতপুরের বাসিন্দা গণেশ মাইতি।

সংগঠনের পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদিকা নিরুপমা বক্সি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ছাত্র ও অভিভাবকদের সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগ্রামী অভিনন্দন জানান।

কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি

একের পাতার পর

বলছে। সবাই জানেন, আমাদের দেশে ৮৪ শতাংশ কৃষি জোত অলাভজনক। সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি কৃষি উপকরণের দাম লাফিয়ে বাড়ছে। এসব বিষয়ে এই বিলে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। খসড়া বিল প্রস্তুতকারকরা ঋণভারে জর্জরিত কৃষকদের চরম দুর্দশার কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছেন। এ দেশে প্রতি ১২ মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করছেন, এ কথা উল্লেখ করতেও তাঁরা ভুলে গেছেন। বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে পারলে এ দেশের আশি শতাংশ কৃষক চাষ ছেড়ে দেবেন— এই নির্মম সত্যও এই খসড়া বিলে উল্লেখ করা হয়নি। জমি হারিয়ে কৃষকরা খেতমজুরে পরিণত হচ্ছে, তাও এখানে উল্লেখ করা হয়নি। ভুলে যাওয়ার কী আশ্চর্যজনক ক্ষমতা!

খসড়া দলিলে বলা হয়েছে, কৃষকের ফসলের লাভজনক দাম দেওয়াই সরকারের উদ্দেশ্য। এই কথা কি সত্য? তাই যদি হয়, তা হলে কী ভাবে, কোন প্রক্রিয়ায় কৃষকরা এই সঠিক দাম পাবে? বহু বছর ধরে আমাদের দেশের কৃষকরা ফসলের লাভজনক দাম পাওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। কৃষকরা মনে করে তা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন সরকার তাদের ফসল উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দামে কিনে নেবে। কৃষকদের দাবি, সরকার তাদের ফসল কেনার এই প্রক্রিয়া আইনসঙ্গতভাবে চালু করুক। একেই বলা হয় এমএসপি আইনসঙ্গত করা। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োজিত স্বামীনাথন কমিশন ২০০৬ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকারের কাছে ফসল কেনার এই প্রক্রিয়া কার্যকর করার প্রস্তাব রেখেছিল। কিন্তু তৎকালীন কংগ্রেস সরকার তা করেনি এবং বর্তমানে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারও সেই প্রস্তাব কার্যকর করতে অস্বীকার করেছে। দুর্ভাগ্যজনক হল, এ বারের এই খসড়া দলিলে ভারতীয় কৃষকদের এই গুরুত্বপূর্ণ দাবি নিয়ে একটি কথাও বলা হয়নি।

ভারতের কৃষকরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে ভালভাবেই জানে, পুঁজিবাদ বিশেষ করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোই তাদের এই দুঃখ দুর্দশার আসল কারণ। তাই তারা দুটো জিনিস চায়। প্রথমত সরকার তাদের ফসল উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দামে কিনে নিয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে সস্তায় বিক্রি করুক। দ্বিতীয়ত, খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজারে পুঁজিপতি ও বহুজাতিক কোম্পানির অনুপ্রবেশ বন্ধ করুক। এটাকেই তারা বলছে সামগ্রিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য। তারা জানে, আমাদের দেশের ১৩৫ কোটি মানুষকে অনাহার এবং দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করার এটাই একমাত্র পথ। কিন্তু দুঃখের হলেও এটা সত্য, এই খসড়া দলিলে ঠিক তার উল্টো প্রস্তাবই দেওয়া হয়েছে। এই খসড়া দলিলে এমন সব প্রস্তাব রাখা হয়েছে যাতে বহুজাতিক কোম্পানিগুলি আমাদের দেশের সমগ্র কৃষি উৎপাদন সামগ্রী এবং বর্তমানে বিপণন ব্যবস্থার যে কাঠামো আছে (৭০০০ এরও বেশি মান্ডি এবং ২৯ হাজার ৯৩১টি গ্রামীণ হাট) তা পুরোপুরি দখল করে নিতে পারে। এর ভয়ঙ্কর পরিণতিতে কৃষক, কৃষি শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এবং উৎপাদকরা ধ্বংস হয়ে যাবে। বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন জনদরদি গণতন্ত্রপ্রিয় কোনও মানুষ সরকারের এই নীতিকে সমর্থন করতে পারে না। তাই এ আই কে কে এম এস মনে করে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে, কৃষকবিরোধী, জনবিরোধী এই নীতি 'ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং' সরকারের পুরোপুরি বাতিল করা উচিত। আমাদের পরামর্শ হল অবিলম্বে এই খসড়া বিল বাতিল করে আমাদের দেশের কৃষকদের নিম্নলিখিত দাবিগুলি পূরণের লক্ষ্যে নতুন করে একটা খসড়া বিল প্রস্তুত করা হোক।

আমাদের দাবি— ১) এমএসপি আইনসঙ্গত করে সরকারকে কৃষকের কাছ থেকে উৎপাদন খরচের দেড়গুণ দামে ফসল কিনতে হবে। ২) কৃষকের সমস্ত ঋণ মকুব করতে হবে। ৩) সস্তা দামে কৃষককে সার, বীজ, কীটনাশক ইত্যাদি সরবরাহ করতে হবে। ৪) এমজিএনআরইজিএ আইনে জব কার্ডধারীদের বছরে ২০০ দিনের কাজ ও ৬০০ টাকা দৈনিক মজুরি দিতে হবে। ৫) বিদ্যুৎ বিল-২০২৩ বাতিল করতে হবে এবং স্মার্ট মিটার চালু করা চলবে না। ৬) ৬০ বছরের বেশি সমস্ত কৃষক ও খেতমজুরদের মাসিক ১০ হাজার টাকা পেনশন দিতে হবে। আশা করি, আমাদের দাবিগুলি বিচারে আপনি যথেষ্ট যত্নবান হবেন।

বণিকসভার পরামর্শ সঙ্কট দূর করতে পারবে না

তিনের পাতার পর

নেতারা এতদিন যে সব দাবি করতেন, আজ সেই সব দাবি শোনা যাচ্ছে বণিক সভার নেতাদের মুখে। তীব্র বাজার সঙ্কটের প্রেক্ষাপটেই এসেছে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে বিভিন্ন খয়রাতি প্রকল্প। যেমন এ রাজ্যের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার। মুশকিল আসানের আশায় এমন প্রকল্প নানা নামে রাজ্যে রাজ্যে চলছে। কোথাও লক্ষ্মীর ভান্ডার, কোথাও লাডলি বহিন প্রকল্প। বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম, আম আদমি সহ জাতীয় এবং আঞ্চলিক সব দলগুলিই এমন প্রকল্প ঘোষণা করে চলছে। এ সবগুলিরই উদ্দেশ্য মন্দায় আক্রান্ত পুঁজিবাদী বাজারকে খানিকটা চাঙ্গা করা। সরকার পুঁজিপতিদের এই জরুরি প্রয়োজনকে আড়াল করেছে জনস্বার্থের আবরণ দিয়ে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কটের এই চরিত্রকে যথাযথ ভাবে উপলব্ধি করতে না পেরে কেউ কেউ বলছেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভিক্ষা না দিয়ে সকলকে কাজ দাও। সরকারগুলি সকলকে কাজ দিতে পারলে এই ভাবে রাজ্যে রাজ্যে অনুদানের প্রকল্প, খয়রাতির প্রকল্প আনতে হত না এবং পুঁজিপতিদের সংগঠনকে এইভাবে জনস্বার্থের দাবি নিয়ে ওকালতি করতে হত না। কিন্তু এ ভাবে পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্কট যে ঠেকিয়ে রাখা যায় না, জনসাধারণের হাতে নগদ টাকা তুলে দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে বণিক সভার এই আকুল আবেদন সে কথাই প্রমাণ করছে।

বাস্তবে পঞ্চম বৃহৎ অর্থনীতিই হোক, আর তৃতীয় বৃহৎ অর্থনীতিই হোক কিংবা পাঁচ লক্ষ কোটি ডলারের অর্থনীতিই হোক, তাতে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কিছু যায়-আসে না। তাতে মুষ্টিমেয় ধনকুবেরের ধনের পরিমাণই শুধু বাড়ে। সাধারণ মানুষ আরও নিঃস্ব হয়। তাই তো দেশের এক শতাংশ ধনীর হাতে জমা হয়েছে দেশের ৭৩ শতাংশ সম্পদ আর নিচেরতলার ৫০ শতাংশের হাতে রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ সম্পদ। তাই খয়রাতি দিয়ে মানুষের জীবনের সমস্যা মিটছে না বরং তা আরও বেড়ে চলেছে।

পুঁজিবাদী এই অর্থনীতি ঐতিহাসিক ভাবেই আজ মুমূর্ষু, ক্ষয়িষ্ণু, মৃতপ্রায়। এর সমাধান করার মতো উপায় পুঁজিবাদের হাতে নেই। এই সঙ্কটের সমাধান একমাত্র এই ব্যবস্থাকে ভাঙার মধ্যেই রয়েছে। সমাজের প্রগতির স্বার্থেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার জগদ্দল পাথরকে সরাতে হবে। সে কাজটা শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে শোষিত বঞ্চিত নিপীড়িত মানুষেরই দায়িত্ব।

এস ইউ সি আই (সি) প্রকাশিত
সমস্ত বইপত্র পাওয়া যাচ্ছে
প্রমিথিউস পাবলিশিং হাউসে
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলেজ স্কোয়ার ইস্ট
ব্লক-৪, স্টল নং - ১৫

জীবনাবসান

পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলার পাঁশকুড়া লোকাল কমিটির পার্টি সদস্য কমরেড প্রদীপ মাইতি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ৮ জানুয়ারি ৬৮ বছর বয়সে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

কমরেড প্রদীপ মাইতি ভেটেরিনারি ডাক্তারি পড়ার সময়ে দলের সাথে যুক্ত হন। সরকারি চাকরির ফাঁকে পার্টির কাজ করতেন। বদলিসূত্রে যখন যেখানে গিয়েছেন, সেখানেই দলের অফিস খুঁজে নিয়ে কাজ করার চেষ্টা করতেন। চাকরি জীবনের শেষদিকে পূর্ব মেদিনীপুরের পাঁশকুড়ায় থেকে দলের সমস্ত কর্মসূচিতে যোগ দিতেন। অবসর গ্রহণের পর দলের দেওয়া যে কোনও দায়িত্ব হাসিমুখে পালন করতেন। নেতৃত্বের নির্দেশে বিনা পারিশ্রমিকে মেছেদার পপুলার নার্সিংহোমে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে করেছেন। নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ছিল শিক্ষণীয়। কমরেড শিবদাস ঘোষের বইগুলি খুঁটিয়ে পড়তেন, জুনিয়র কমরেডদের ভাল করে পড়ার কথা সবসময়ই বলতেন।

কর্মীদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর ভালোবাসা। তিনি আপনজনের মতো কর্মীদের এমনকি তাঁদের সন্তান-সন্ততিদেরও খোঁজখবর রাখতেন। প্রয়োজনে সাহায্য করতেন। নিজের জন্য খুবই কম খরচ করে দলের প্রয়োজনে সাধ্যমতো অর্থ দেওয়ার মানসিকতা ছিল অত্যন্ত শিক্ষণীয়। দলের কর্মী-সমর্থকদের নিজের পারিবারিক সদস্যের মতো করেই দেখতেন। নিজের পরিবারের সবাই দলের সাথে যুক্ত হোক এটা ছিল তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা। ছোট মেয়ে ছাত্রসংগঠন ডি এস ও-র কাজে যুক্ত হওয়ায় খুশি হয়েছিলেন। অবসরের পর রাধামোহনপুরে বাড়ির এলাকায় নিজস্ব উদ্যোগে গণদাবীর পাঠক ও গ্রাহক করেছিলেন, এলাকার মানুষকে নিয়ে মনীষীদের জীবনচর্চা করতেন। নিঃস্বার্থ, দরদি ও ভাল মনের এই মানুষটির সদাহাস্যময় মুখ আর আন্তরিক ব্যবহার সকলকে আকৃষ্ট করত।

তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে। জেলার পার্টিকর্মী ও সমর্থক, পাঁশকুড়া ও রাধামোহনপুর এলাকার ঘনিষ্ঠ মানুষ, তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধব, পপুলার নার্সিংহোমের কর্মীরা তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে।

কমরেড প্রদীপ মাইতি লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 23 Bengali Weekly January 17, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

বিষাক্ত স্যালাইনে প্রসূতি মৃত্যু

এস ইউ সি আই (সি)-র বিক্ষোভ মেদিনীপুরে

মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে বিষাক্ত স্যালাইন ব্যবহারের ফলে একজন প্রসূতির মৃত্যু ও সংকটজনক অবস্থায় তিন প্রসূতিকে তড়িঘড়ি গ্রিন করিডোর করে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তির মর্মান্তিক ঘটনার প্রতিবাদে ১১ জানুয়ারি এস ইউ সি আই (সি) দলের উদ্যোগে মেদিনীপুর শহরে বিক্ষোভ মিছিল ও মোড়ে মোড়ে পথসভা হয়। নেতৃত্ব দেন দলের পশ্চিম মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক কমরেড নারায়ণ অধিকারী। 'সিটিজেন্স ফর জাস্টিস' ও 'জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটির' পক্ষ থেকে মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এমএসভিপি-র কাছে ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ডাঃ প্রাণতোষ মাইতি, ডাঃ দীপক গিরি, দীপক বসু প্রমুখ।

১৩ জানুয়ারি মেদিনীপুর শহরে দলের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনিক দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ ও পথ অবরোধ করা হয়। অবরোধে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সাধারণ নাগরিকরাও অংশ নেন। দাবি ওঠে— অবিলম্বে ঘটনার সঠিক তদন্তের ভিত্তিতে এই ঘটনায় জড়িত স্বাস্থ্য-কর্তাদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। এই দুর্নীতি ও মর্মান্তিক ঘটনার দায়ভার স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে নিতে হবে। অবরোধ কর্মসূচির পর মিছিল হাসপাতাল গেট সহ সারা শহর পরিক্রমা করে এবং রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিক্ষোভসভা হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন দলের জেলা কমিটির সদস্য কমরেড প্রভঞ্জন জানা, সিদ্ধার্থ ঘাঁটা, বিশ্বরঞ্জন গিরি, অনিন্দিতা জানা প্রমুখ।

মেছেদায় স্বাস্থ্য সেমিনার

ডাঃ নর্মান বেথুন মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে ৩ জানুয়ারি পূর্ব মেদিনীপুরের মেছেদার ট্রাস্ট ভবনে ৪৩তম বার্ষিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের উপদেষ্টা ডাঃ অশোক সামন্ত। সকালে এক স্বাস্থ্য সেমিনারে হাড়ের ক্ষয় রোগ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অর্থোপেডিক সার্জেন ডাঃ বুদ্ধদেব নায়ক ও মুখগহ্বরের সংক্রমণজনিত সমস্যার প্রতিকার বিষয়ে বক্তব্য রাখেন দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ রিজাবুল হোসেন মল্লিক। এলাকার পঞ্চাশোর্ধ ৪০ জন মানুষের দাঁত, চোখ ও অস্থিমজ্জার ক্ষয়জনিত পরীক্ষা করা হয় বিনামূল্যে।

বিকালে 'লক্ষণবিহীন জ্বর' বিষয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ পিজি মহাপাত্র, ডাঃ মৈনাক মাইতি। 'শ্বাসনালীর রোগ ও প্রতিকারে আধুনিক চিকিৎসা' বিষয়ে আলোচনা করেন ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক অ্যান্ড হসপিটালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ ডাঃ চন্দন কুমার শিট। এ ছাড়াও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টের সভাপতি ডাঃ বিশ্বনাথ পড়িয়া ও ডাঃ রমেশ বেরা, ডাঃ মানব বেরা প্রমুখ।

স্বাস্থ্য সেমিনার সঞ্চালনা করেন ডাঃ ভবানী শঙ্কর দাস ও অসীম গিরি গোস্বামী। সেমিনারে দেড় শতাধিক রেজিস্টার্ড এবং নন-রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল প্রাণবন্ত। সন্ধ্যায় সঙ্গীত-নৃত্য-আবৃত্তি ও দুটি নাটক 'পুরনো সুবাস' এবং 'মহেশ' মঞ্চস্থ করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ডাঃ রফিকুল হক। ট্রাস্টের সম্পাদক তপন ভৌমিক সকলকে ধন্যবাদ জানান।

নন্দীগ্রামে শহিদ স্মরণ

৭ জানুয়ারি ২০০৭, পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে ভূমিরক্ষা আন্দোলনে সিপিএম দুষ্কৃতীদের আক্রমণে শহিদ হন ভরত মণ্ডল, বিশ্বজিৎ মাইতি, শেখ সেলিম। তাঁদের স্মরণে গত ৭ জানুয়ারি নন্দীগ্রামে শহিদ দিবস পালন করল এসইউসিআই(সি)। শহিদ বেদিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের অন্যতম নেতা নন্দ পাত্র, ভবানীপ্রসাদ দাস, লোকাল সম্পাদক মনোজ কুমার দাস সহ অন্যান্যরা।

নন্দ পাত্র বলেন, আজ আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তৃণমূল বিজেপি যেভাবে কাদা ছোড়াছুড়ি করছে তাতে তাদের হীন উদ্দেশ্য বেরিয়ে পড়ছে। তারা শুধু ক্ষমতা দখলের হীন রাজনীতি করতে চাইছে। তিনি সাধারণ মানুষকে ঐক্য বজায় রেখে আজকের সমস্যা নিয়ে আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

বর্ধমানে কৃষক কনভেনশন

৯ জানুয়ারি কৃষি ও কৃষক বাঁচাও কমিটি, অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠন ও কৃষক ঐক্য মঞ্চের আহ্বানে পাঁচ শতাধিক কৃষকের উপস্থিতিতে পূর্ব বর্ধমান জেলা কৃষক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় বর্ধমানের টাউন হলে। উপস্থিত ছিলেন কৃষক আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা শঙ্কর ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক গোপাল বিশ্বাস। সভাপতিত্ব করেন দনা গোস্বামী। বক্তারা বলেন, দেশের স্বাধীনতার ৭৭ বছর পরও কৃষকদের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। দেশের ৭০ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভর করে তাঁদের জীবন যাপন করেন। কৃষকরা দেশে খাদ্য স্বয়ম্ভরতার কারিগর। অথচ তারাই আজ চরম দুর্দশায় ধুঁকছে। সার, বীজ, কীটনাশক, বিদ্যুৎ সহ অন্যান্য কৃষি উপকরণের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। নেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। এর উপর আছে ফসলের 'অভাবি বিক্রি'। ফসলের উপযুক্ত দাম না পেয়ে এবং ঋণের দায়ে প্রতি বছর হাজার হাজার কৃষক আত্মহত্যা করতে বাধ্য হচ্ছে। সেখানে সরকার সম্প্রতি কর্পোরেটদের ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ মকুব করে দিয়েছে। কর্পোরেটদের স্বার্থে একটার পর একটা জনবিরোধী কৃষিনীতি কার্যকর করে চলেছে। বিদ্যুতে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে স্মার্ট মিটার চালু করছে। এই নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষকরা লাগাতার আন্দোলন চালাচ্ছেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ, কৃষি ঋণ ও কৃষিবিদ্যুৎ বিল মকুব, সারের কালোবাজারি রোধ, ক্ষতিগ্রস্ত আলু চাষিদের ১০০ শতাংশ বিমার টাকা দেওয়া, পর্যাপ্ত সেচের জল সরবরাহ, চাষের সময় সাব-মারসিবলগুলির বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন না করা সহ বিভিন্ন দাবিতে ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তরে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। গড়ে তোলা হচ্ছে গ্রামে গ্রামে কৃষক কমিটি। কনভেনশন থেকে অনিরুদ্ধ কুণ্ডু ও দনা গোস্বামীকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে একটি আন্দোলন পরিচালনা কমিটি গঠিত হয়। এর আগে বর্ধমান স্টেশন থেকে সুসজ্জিত মিছিল শহর পরিক্রমা করে টাউন হলে পৌঁছায়।

২৮ জানুয়ারি থেকে ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বইমেলায়
গণদাবী স্টল নম্বর ৫৬২
৭ বা ৯ নং গেট দিয়ে ঢুকে লিটল ম্যাগাজিন প্যাভিলিয়নের পাশে

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com